দৈনিক জনকণ্ঠ

84

তারিখ ... ... JAN 1 6 2000 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

চট্টগ্রামে শিবির ক্যাডারদের ব্রাশফায়ারে ছাত্রলীগ কর্মীর দু'পা ঝাঁঝরা

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ ঠিক ভারতীয় হিন্দী ছবি স্টাইল। ছবির ঘটনা কাল্পনিক। দুর্ধর্ষ ৪ শিবির ক্যাডার শনিবার চট্টগ্রামে যে বর্বর ঘটনা ঘটিয়েছে তা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। বেলা দেড়টায় শত শত উৎসুক জনতার সামনে সন্ত্রাসীরা ব্যস্ততম চকবাজার এল্যাকায় ডিগ্রী পরীক্ষার্থী এক ছাত্রলীগ কর্মীকে হত্যা না করে জীবনের তরে পঙ্গু করে দিয়েছে। ডিগ্রী পরীক্ষার্থী ও ছাত্রলীগের ঐ কর্মীর নাম আরিফ (২২)। সে বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠানরত ডিগ্রী পরীক্ষা দিয়ে বাকলিয়াস্থ নিজ বাড়িতে ফেরার পথে ৪ শিবির ক্যাডার অস্ত্রের মুখে তাকে ধরাশায়ী করে। চকবাজার ধুপিনির পুলের ঠিক সামনে ওঁৎ পেতে থাকা শিবির

(১১ পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

চট্টগ্রামে শিবির (প্রথম পাতার পর)

ক্যাডাররা আরিফকে ধরে টেনেহিঁচড়ে দাঁড় করায়। আর ২ ক্যাডার স্বয়ংক্রিয় দু'টি অস্ত্র দিয়ে আরিফের দু'পা ব্রাশফায়ারে ঝাঁঝরা করে দেয়। আরিফ মাটিতে পড়ে গোঙাতে থাকে। আর রাস্তায় বয়ে যায় রক্তের স্রোত। ক্যাডাররা চলে গেলে স্থানীয় কয়েক ব্যক্তি আরিফকে চট্টগ্রাম মেডিক্যালে নিয়ে যায়। বর্তমানে তাকে ২৬ নং ওয়ার্ডে চিকিৎসা করা হচ্ছে। রাতে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তার শরীরে দশ ব্যাগ রক্ত দেয়া হয়। ডাক্তারদের আশঙ্কা তার পা কেটে ফেলতে হতে পারে।

ঘটনার ২০/২৫ মিনিটের মধ্যে পুলিশ অকুস্থলে পৌঁছে। কিন্তু ঘটনাস্থলে তখন বৃষ্টির মতো পানি অর্থাৎ সহযোগী শিবির কর্মীরা পানি ঢেলে রক্ত ধুয়ে একেবারে সাফ করে ফেলেছে। পুলিশ রক্তের কোন চিহ্ন না পেয়ে এলাকার দোকানদারসহ প্রত্যক্ষদর্শীদের জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু না, সবার মুখ বন্ধ। যাকে জিজ্ঞাসা করা হয় উত্তর আসে আমি দেখিনি, জানিও না। পরে পুলিশ সন্দেহজনক ১২ জনকে গ্রেফতার করে। এদের জিজ্ঞাসাবাদে ৪ দুর্ধর্ষ শিবির ক্যাডারের নাম প্রকাশ পায়। এরা হচ্ছে হামিদ, রহমত, বিডিআর সেলিম ও রেজা। পুলিশ জানায়, ঘটনাস্থলের কাছে রয়েছে হামিদের মালিকানায় একটি কুলিং কর্নার। হামিদের সাথে আরিফের পূর্ব শত্রুতাও ছিল বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। ঘটনার পরই পুলিশ চকবাজার এলাকায় সাঁড়াশি অভিযান চালালেও মূল হোতাদের কেউ ধরা পড়েনি।